College/Ed-

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

12

সিলেটের কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা কম ॥ ছাত্ররা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না

সিলেট, ১৬ই সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।-সিলেটের সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলোর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীসমূহে এবছর শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। মহাবিদ্যালয়গুলোতে আসন সংকটের কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন মাঝপথে এসে ক্ষান্ত হয়ে যাবার আশংকা অত্যন্ত প্রকট।

সিলেট সরকারী মহাবিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। এই বিভাগে আসন সংখ্যা ৩শ'। এ জন্যে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে আবেদনপত্র পাওয়া গেছে ৬শ' ১৫টি। আবেদনকারীর সর্বনিম্ন যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রাপ্ত ৫শ' ৫০ নম্বর।

সিলেট সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে কলা বিভাগে ২শ' ও বিজ্ঞান বিভাগে ১শ' ২৫ জন। তাও আবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় যারা কমপক্ষে ৪শ' নম্বর পেয়েছে। এখানে আবেদন পত্র জমা পড়েছে ৭শ' ৪৮টি। এর মধ্যে ৪শ' ৯৬টি কলা বিভাগে ২শ' ৫২টি বিজ্ঞান বিভাগে।

সিলেট সরকারী মুরারী চাঁদ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে ৬শ' জন। বিভাগভিত্তিক আসন সংখ্যা হচ্ছে কলা ২শ' ৫০, বিজ্ঞান ২শ' ৫০ ও বাণিজ্য ১শ'। এ ক্ষেত্রে আবেদনপত্র মিলেছে ১ হাজার ২শ' ৮৮টি। আবেদনকারীদের মাঝে রয়েছে কলা বিভাগে ৬শ' ২৩ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ৪শ' ১০ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ২শ' ৫৫ জন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাদের প্রাপ্তনম্বর ৪শ' ৫০-এর নীচে তারা আবেদন করতে পারেনি।

এই হিসেবে এবার সিলেটের সরকারী মহাবিদ্যালয় ৩টির উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোতে বড়জোর ৪৬'২১ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। এ সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণ সংকট প্রভৃতি কারণে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।

এদিকে সরকারী মহাবিদ্যালয়গুলোর এমনি অবস্থার দরুন বেসরকারী মহাবিদ্যালয়সমূহ বিশেষ করে সিলেট মদনমোহন মহাবিদ্যালয়ের ওপর অত্যধিক চাপ পড়েছে। এই মহাবিদ্যালয়ে আবেদনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। এখানে আবেদনপত্র জমা হয়েছে ১ হাজার। অর্থাৎ কলা বিভাগে ৫শ' জন, বিজ্ঞান বিভাগে ২শ ৫০জন ও বাণিজ্য বিভাগে ২শ ৫০ জন আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। অথচ ভর্তি করা হবে যথাক্রমে ২শ জন ১শ ৫০ জন ও ২শ জন। ফলে ৪টি মহাবিদ্যালয়ে সব মিলিয়ে শতকরা ৪৮'৬২ ভাগের মতো ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, এ মাসের প্রথম সপ্তাহে সবকটি মহাবিদ্যালয়ে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়।